সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা তাদের উপন্যাসে ধর্মীয় সামাজিক টানাপড়েনের মাঝে বাঙালি রমণীর নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনী তুলে এনেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিলাসী, রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী বাঙালি সংগ্রামী নারীর প্রতিকৃতি। তারা প্রায় অর্ধ শতাব্দীর আগের প্রেক্ষাপটে এ চরিত্রগুলো রূপায়িত করেছিলেন। আজ বাঙালি সমাজ অনেক এগিয়েছে। সমাজের সর্বত্র চলছে নারী অধিকার, সাম্য, মানবতার স্লোগান। তবু আজও নারীরা শৃঙ্খলিত। শুধু ধর্মীয় সামাজিক কারণেই নয়, সে শৃঙ্খলিত হচ্ছে আর্থিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কারণেও। মেহেরপুরের সাথী বোস এমনি অদম্য সংগ্রামী শৃঙ্খলিত নারীর প্রতিকৃতি।

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়ির সন্তান হয়েও সাথী বোস পাননি বংশের মর্যাদা। তাকে পরিচিত হতে হয়েছে বাড়ির আশ্রিতার মেয়ে হিসেবে। এ কারণে তিন বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সাথী বোসকে বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছে। ছোট সাথীকে নিয়ে সাথীর মা ভাড়া বাড়িতে উঠেছেন। অতিকষ্টে তিনি সাথীকে পড়ালেখা শিখিয়েছেন। ভাড়া বাড়িতে থাকা অবস্থায় ছোট সাথীর খেলার সাথী হয়ে ওঠে পাশের বাড়ির টিপু। ছেলের মতো করে বানী বোস তাকে আদর করতেন। একদিন টিপুর সহযোগিতায় আদালতের মাধ্যমে সাথীর মা বানী বোস ফিরে পান তার বোস বাড়ির অধিকার। সম্পত্তির অংশ। তারা আবারও ফিরে আসেন বোস বাড়িতে। সমাজের স্বার্থান্বেষী মহল এ সময় বানী বোসের প্রাপ্ত সম্পত্তি দখলে নানা তৎপরতা শুরু করে। সম্পত্তি রক্ষা ও সাথী, টিপুর সম্পর্কের কথা চিন্তা করে মুসলমান টিপুর সঙ্গে সাথীকে বিয়ে দেন। টিপুকে প্রাপ্ত সম্পত্তির কিছু অংশ লিখে দেন। হিন্দু মেয়ে সাথীর সঙ্গে বিয়ে টিপুর পরিবার মেনে নেয়নি। ধর্মান্তরিত হয়ে টিপুর পরিবারে পাননি বৌয়ের মর্যাদা।

এ সম্পত্তি রক্ষা। সাথীর আইন পেশায় যোগদান। ঠিকাদারী ব্যবসায় সর্বহারাদের চাঁদাবাজি। টিপুকে অস্থির করে তোলে। এমন অবস্থায় '৯৫ সালে বোস বাড়ির নিচতলায় অন্ধকার কোঠায় টিপুর গলিত লাশ উদ্ধার হয়। এ মৃত্যুর জন্য টিপুর পরিবার সাথীকে দোষারোপ করে। তাকে ও তার মাকে আসামি করে মামলা দায়ের করে। শুরু হয় নতুন করে তাদের সম্পত্তি দখলের চেষ্টা। গ্রেপ্তার হন সাথী বোস। পরে মানবাধিকার সংস্থার সহায়তায় জামিন পান সাথী বোস। সাতজন তদন্তকারী কর্মকর্তার রিপোর্টের পর নিম্ন আদালত তাদের অব্যাহতি দেয়। বাদী পক্ষের নারাজী কারণে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়। তদন্ত রিপোর্টের পর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তাদের ২৫ আগস্ট ট্রায়ালের জন্য সমন জারি করে। উচ্চ আদালতের জামিনের নির্দেশ উপেক্ষা করে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তাদের হাজতে পাঠায়। পরে সেশন জজ তাদের মুক্তি দেয়। মূলত এ মামলাটি পুনর্জীবিত করার পেছনে রয়েছে সাথীদের সম্পত্তি দখল। জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা।

টিপুকে বিয়ে করে সাথী বোস সুন্দরভাবে বাঁচতে চেয়েছে। আজ সে স্বামী হত্যার আসামি। দুই সন্তানকে নিয়ে প্রতিমুহূর্তে আজ সাথীকে এই সমাজে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজ সমাজ সাথীদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি।

আজও যৌতুকের কারণে প্রাণ দিতে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের রিমিকে। বখাটে ছেলেদের উৎপাতে সিমিকে প্রাণ দিতে হয়। এসিডদগ্ধ সাতক্ষীরার রেহানা। সমাজ ব্যর্থ সাথীদের চলার জন্য একটু মসৃণ পথ বিনির্মাণে। জাতি হিসেবে এটা খুবই দুঃখের, লজ্জারও।